بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

ওয়াকফে জাদীদের ৬২তম বছরের বরকতময় সূচনা

ওয়াকফে জাদীদের তাহরিকে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারী জামাতীয় সদস্যদের ঈমানবর্দ্ধক বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত **৩ জানুয়ারী ২০২০** এর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁর যুগান্তকারী রচনা 'ইসলামী উসূল কী ফিলসফী' বা ইসলামী নীতি দর্শন-এ খোদাতা'লাকে লাভ করা, তাঁকে চেনা এবং তাঁর সত্তার প্রতি ঈমান সুদৃঢ় করার আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থার উল্লেখ করতে গিয়ে আটটি মাধ্যম বর্ণনা করেছেন যেগুলো মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেও পূর্ণ করে। এখন আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মাধ্যম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা পঞ্চম মাধ্যম বা পন্থা হিসাবে তিনি (আঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি (আঃ) বলেন-

প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ্তা'লা 'মুজাহেদা' বা চেষ্টা-সাধনাকে পঞ্চম মাধ্যম আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,

وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (তৌবা ৪১) وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (আনফাল ৪) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আনকাবুত ঃ ৭০)

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের ধনসম্পদ, প্রাণ ও প্রবৃত্তিকে এর সমুদয় শক্তি সামর্থ্যসহ আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিত কর। আর আমরা তোমাদেরকে যে বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান এবং মেধা ও দক্ষতা দান করেছি তার সবই খোদার পথে নিয়োজিত কর। যারা আমাদের পথে সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা করে আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি।"

এরপর খোদাতা'লার ভালোবাসা অর্জন করার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) একস্থানে বলেন, তোমরা ধনসম্পদকেও ভালোবাসবে আবার খোদাতা'লাকেও ভালোবাসবে-এটি কখনোই সম্ভব নয়। অতএব সে-ই সৌভাগ্যবান যে খোদাতা'লাকে ভালোবাসে। আর তোমাদের মধ্য থেকে, যে খোদাতা'লাকে ভালোবেসে তাঁর পথে নিজ ধনসম্পদ খরচ করবে, আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তার ধনসম্পদেও অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দান করা হবে। অতএব যে ব্যক্তি খোদাতা'লার জন্য নিজের ধনসম্পদের কিয়দংশ পরিত্যাগ করে, সে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। আর যে ব্যক্তি ধনসম্পদকে ভালোবেসে খোদাতা'লার পথে যথাযথ সেবা করে না, সে নির্ঘাত সেই সম্পদ হারাবে। এরপর তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি এত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'লার খাতিরে অঙ্গীকার করে, আল্লাহতা'লা তার রিয্ক তথা আয়-উপার্জনে বরকত দান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লার কৃপায় এমন লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন যাদেরকে চাঁদার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হলে তারা আল্লাহ্তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেন। আর এ কারণেই আমি গত কয়েক বছর ধরে জামা'তের ব্যবস্থাপনার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করছি যে, নবাগতদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তথা আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। কারো এক পয়সা বা এক টাকা দেয়ার সামর্থ্য থাকলে সে যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তা-ই দেয়। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে, কখনো কখনো বিত্তশালীরা নিজেদের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দেয়। ঠিক আছে, এটিও এক ধরনের পুণ্য,কিন্তু তারা দরিদ্র হলেও তাদের নিজেদের অংশগ্রহণ করা উচিত, তাদের যতটুকুই সামর্থ্য আছে। কেবল অর্থ সংগ্রহ করাই (চাঁদার) উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহ্তা'লার ভালোবাসার খাতিরে তাঁর ধর্মের জন্য কুরবানী করা হলো মূল উদ্দেশ্য। অতএব যেখানে জামাতী ব্যবস্থাপনা এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে অর্থাৎ লোকেরা বলে দিল আর অন্য কারো নামে দিয়ে দিল–তারা ভুল করে। কখনো কখনো এমন কথাও আমার কানে আসে। যাহোক, সামগ্রিকভাবে আমি দেখেছি, বরং আর্থিক কুরবানীর যে রিপোর্ট আসে,

তাতে বিশেষভাবে এটিই দেখা গেছে যে, তাতে দরিদ্র লোকদের আর্থিক কুরবানীর উল্লেখই বেশি থাকে। তাদের মাঝে এই চেতনা অধিক রয়েছে যে, আমাদের আর্থিক কুরবানী করতে হবে। হযরত মসীহ্‌মওউদ (আঃ)এর যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যেত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। যখন কোন বন্ধুকে এ বিষয়ে বলা হয় যে, এত টাকার প্রয়োজন, আপনার জামা'তে তাহরীক করুন যেন তারা অর্থাৎ সেই জামা'তের সদস্যরা এই পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। তখন জামা'তে তাহরীক করার পরিবর্তে সেই বন্ধু নিজের পক্ষ থেকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন আর এমন ভাব করেন যেন উক্ত শহরের জামা'তের সদস্যরা-ই এই অর্থ দিয়েছে। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) সেই জামা'তেরই অপর এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের জামা'ত একান্ত প্রয়োজনের সময় অনেক বড় সাহায্য করেছে। আর তিনি যখন জানতে পারেন যে, এই কুরবানী আসলে এক ব্যক্তিই করেছিল তখন জামা'তের অন্যান্য সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় যে, আমাদেরকে কেন এই সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় নি? সেই অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রাঃ)যিনি তখন তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে উক্ত অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে তার স্ত্রীও এই কুরবানীতে অংশীদার ছিলেন। অতএব এমন সব নিবেদিত মানুষ আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে দান করেছেন যারা আল্লাহ্‌তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য সকল প্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। এটি হলো সেই আদর্শ যা মহানবী (সাঃ)এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং যে আদর্শের ওপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর অনুসারীরা আমল করেছেন। আর এটি কেবল সে যুগের কথাই নয় বরং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত আছে।

গাম্বিয়ায় আমাদের একজন বন্ধু আছেন, আব্দুর রহমান সাহেব। তিনি বলেন,সন্তানের স্কুলের ফিস দিতেই তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ,তাই খুব কষ্টে আছি। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, আপনি আর্থিক কুরবানী করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করবেন। তিনি দু'শ পঞ্চাশ ডালাসী ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পর তিনি মাসিক পাঁচ হাজার ডালাসী বেতনের চাকরি পেয়ে যান, যা দিয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে তার সন্তানের স্কুল ফিসও দিতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, দরিদ্ররা কীভাবে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌তা'লার ওপর ভরসা করে, আর এরপর আল্লাহ্‌তা'লা কীভাবে সেই ভরসার মান রাখেন দেখুন! গিনিবাসাও এর মিশনারী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এক বন্ধু মন্টিরো কামারা সাহেবকে তার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পরিশোধের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তখন তিনি বলেন, আমার কাছে এখন চার হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ আছে, যা আমি আজকের খাবার খরচের জন্য রেখেছি। এর মূল্যমান খুবই সামান্য। তাদের পরিবারও বেশ বড় হয়ে থাকে। তাদের খাবার খরচের জন্য এই চার হাজার সিফাহ্ রাখা ছিল। যাহোক তিনি বলেন, আমি কোন ব্যবস্থা করছি। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই অর্থের পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন যা খাবার খরচ বাবদ রেখেছিলেন এবং খাবার খরচের অর্থ কারো কাছ থেকে ঋণ নেন, বরং ঋণ নেয়ার জন্য চলে যান। তিনি বলেন, পরের দিনই শহর থেকে তার মেয়ে আসে, যে তাদের জন্য দু'বস্তা চাল, এক গ্যালন তেল, কিছু নগদ অর্থ এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র নিয়ে আসে। এখন তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, খাবার খরচের জন্য যে অর্থ আমি রেখেছিলাম, চাঁদা দেয়ার কারণে আল্লাহ্‌তা'লা তাতে এত বরকত দিয়েছেন যে, পরবর্তী দিনই অগণিত জিনিস-পত্র খাবারের জন্য আমি পেয়ে গেছি।

কাদিয়ান থেকে সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ মামুনুর রশীদ সাহেব লিখেন, সালেজা নামক এক ভদ্রলোকের পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে এ বছর তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। তার ভাই তাকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, তাড়াতাড়ি (চাঁদা) পরিশোধ কর, কেননা বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার (ব্যাংক) একাউন্টে পুরো চাঁদা পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট অর্থ ছিল না বরং মোট অঙ্কের মাত্র ৩০ শতাংশ টাকা একাউন্টে ছিল। পুরো চাঁদা পরিশোধ করার বিষয়ে ভদ্রলোক খুবই চিন্তিত ছিলেন। অবশেষে তার একাউন্টে যে টাকা ছিল তা-ই তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বর্ণনা করেন, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবে এত পরিমাণ অর্থ তার একাউন্টে জমা হয় যা দিয়ে তিনি অবশিষ্ট চাঁদাও পরিশোধ করতে সক্ষম ছিলেন। সুতরাং তখনই তিনি নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করে দেন। (সেক্রেটারী সাহেব) বলেন, এই ভদ্রলোক সব সময় অর্থ বছর শেষ হবার পূর্বেই চাঁদা

পরিশোধ করতেন, কিন্তু এ বছর তার নিজের এবং তার সন্তানদের অসুস্থতার কারণে চাঁদা বকেয়া রয়ে গিয়েছিল যে কারণে তিনি ভীষণ চিন্তিতও ছিলেন। কিন্তু অলৌকিকভাবে আল্লাহ্‌তা'লা এর ব্যবস্থা করে দেন।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ আব্দুল মাবুদ সাহেব এক বন্ধুর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উনার একটি পাইকারী মুদিখানার দোকান আছে, তিনি প্রতিদিন দোকান খুলেই একশ' টাকা নিয়মিত একটি বাক্সে রেখে দিতেন যা দিয়ে তার ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করতেন। বলেন, একদিন দোকানে অনেক কম ক্রেতা আসে। তিনি পরের দিন বাক্সে একশ' টাকার পরিবর্তে তিনশ' টাকা রাখেন এবং মনে মনে ভাবেন, আজকে আল্লাহ্‌তা'লার সাথেই ব্যবসা করে দেখি (কী হয়)? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তা'লার এমনই কৃপা হয় যে, ঐ দিনই দুপুরের পর আমার কাছে আটজন ক্রেতা আসে। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় সেদিন যথেষ্ট আয় হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা যখন মানুষের প্রতি খুশি হন তখন এত পরিমাণে দান করেন যে, মানুষ দু'হাত দিয়েও তা সামলাতে পারে না।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আরুশা অঞ্চলের একটি জামা'তে চাঁদার তাহরীক করা হলে এক দরিদ্র মহিলা ফাতেমা সাহেবা, যিনি কলা এবং ফল-ফলাদি বিক্রি করে দিনযাপন করেন, তিনি তার দু 'দিনের পুরো উপার্জন ওয়াকফে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং নিজের পরিবারকেও রীতিমত ওয়াকফে জাদীদ-খাতে অন্তর্ভুক্ত করান। অনুরূপভাবে জামা'তের আরেকজন বৃদ্ধা মহিলা রয়েছেন, তাকেও তাহরীক করা হলে পরের দিন সকাল আটটায় তিনি স্বয়ং মিশন হাউসে আসেন এবং পাঁচ হাজার শিলিং ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এরা হলেন সেসব মানুষ (যাদের সম্পর্কে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন। তাদেরকে দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কীভাবে তারা কুরবানী করেন! আর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা কুরবানীও করেন।

ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদের ইন্সপেক্টর এক বালিকার উল্লেখ করেন, সে কয়েক বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয় আর একটি থলিতে অর্থ জমাতে থাকে। সেই মেয়েটি বোবা ও বধির। কিন্তু সে যে অর্থ-ই পায়, অন্যদের চাঁদা দিতে দেখে তারও (চাঁদা দেয়ার) শখ বা আগ্রহ হয়েছে।

এখন আমি ওয়াকফে জাদীদ এর বরাতে গত বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে যে আর্থিক কুরবানী হয়েছে তার রিপোর্ট উপস্থাপন করব আর নববর্ষের ঘোষণাও (করব)। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জাদীদ এর ৬২তম বছর ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে আর ১লা জানুয়ারি থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়কালে ওয়াকফে জাদীদ খাতে বিশ্ব আহমদীয়া জামা'ত মোট ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে। গত বছরের তুলনায় এই অর্থ ৫ লক্ষ পাউন্ড বেশি।

এ বছর বিশ্বের সকল জামা'তের মধ্যে, মোট সংগ্রহের দিক থেকে তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাজ্য। আর পুরো তালিকা হলো, যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে-পাকিস্তান, জার্মানী, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের ২টি দেশ।

গত বছরের তুলনায় স্থানীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে এরূপ১০টি বড় জামা'তের মাঝে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, এরপর জার্মানী, তারপর আমেরিকা এবং এরপর অন্যান্য জামা'ত। যাহোক, এই হলো ৩টি বড় জামা'ত। ভারতও বেশ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। আর কানাডা, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জামা'ত, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ভারতের স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক কুরবানীর যে বৃদ্ধি হয়েছে তা এসব দেশের তুলনায় বেশি। এদিক থেকেভারত ৫ম স্থানে রয়েছে।

আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এ বছর মোট ১৮ লক্ষ ২১ হাজার সদস্য ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর এ বছর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯ (উনানব্বই) হাজার।

ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে কেরালা, এরপর জম্মু কাশ্মীর (সেখানকার অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তারা ২য় স্থানে রয়েছে), এরপর রয়েছে যথাক্রমে-কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে-পিথাপুরাম, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কালীকাট, বেঙ্গালুর, কিউবেটোর, কলকাতা, কেরোলাই, কেরাঙ্গ এবং পায়ানগাডী।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে এ কারণেই তাদের অবস্থানও নীচে নেমে গেছে। এরপরও তারা কুরবানীর ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেন না। এছাড়া এই অঞ্চলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে টানাপোড়েন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদ অনুসারে ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও বেশ শোচনীয় আর সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অবস্থাও এমন যে, মনে হচ্ছে তারা সবাই নিজেদের ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাও এখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ইরান, আমেরিকা ও ইস্রায়েল এর মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলমান দেশগুলোর মাঝে পারস্পরিক ঐক্য নেই। অতএব বিশ্বের ধ্বংস থেকে রক্ষা এবং খোদার পানে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় কৃপা করুন আর তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন।

নববর্ষ আরম্ভ হয়েছে, আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কিন্তু অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। কাজেই এই বছরটি আশিসপূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, আমরা যেন আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে এই দোয়া করি যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই বছরটিকে এমনভাবে আশিসমণ্ডিত করুন যেন বিশ্বের সরকার প্রধানগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বিশ্বকে ধ্বংসের পানে না নিয়ে যায়, বরং বিশ্বে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী যেন হয়। নিজেদের আমিত্বের কারণে স্বদেশের স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা যেন মানবতাকে ধ্বংস করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত না হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে সুবুদ্ধি দিন। মুসলিম দেশগুলো যেন মহানবী (সাঃ)এর নিষ্ঠাবান দাস এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী (আঃ)এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে মহানবী (সাঃ)এর পতাকাকে বিশ্বজুড়ে উড্ডীন করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয় আর বিশ্বে তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী যেন হয়। এমন যেন না হয় যে, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর বিরোধিতায় এতটা অগ্রসর হবে যে, সম্পূর্ণভাবে সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরও তৌফিক দিন, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে বেশি যুগ ইমামকে মানার দায়িত্ব পালনকারী হই আর এই দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করে বিশ্বের দরবারে একত্ববাদের পতাকা উত্তোলনকারী হই আর বিশ্ববাসীকে মহানবী (সাঃ)এর পতাকাতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হই আর এ লক্ষ্যে নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ নিয়োগকারী হই। আমরা যদি এই চেতনা না রাখি আর এই চেতনার সাথে দোয়া না করি আর নিজেদের দোয়ার মাধ্যমে নববর্ষে পদার্পণ না করে থাকি তাহলে আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন লৌকিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছা হবে, যার কোন কল্যাণ নেই।

কাজেই নববর্ষের প্রকৃত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করছে, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ প্রত্যেক আহমদীর মাঝে এর চেতনা থাকা উচিত আর এজন্য নিজের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যবহার করা উচিত। আর নিজেদের দোয়া এবং খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে এই বছরের প্রকৃত কল্যাণরাজি লাভ করতে সক্ষম হব। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
03 January 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org